সিটিজেন চার্টার

শ্রম পরিদপ্তর বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬সহ অন্যান্য শ্রম সংশ্লিষ্ট আইন ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ অনুসরণপূর্বক দেশের শ্রম সেক্টরে সুষ্ঠু শ্রম সেবা প্রদান সম্পর্কিত একটি সরকারী প্রতিষ্ঠান। এ পরিদপ্তর শান্তিপূর্ণভাবে শিল্প বিরোধ নিস্পত্তিকরণ, ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রম তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ, সরকারের গৃহীত বিভিন্ন শ্রম কল্যাণমূলক কর্মসূচী পরিচালনা এবং বাস্তবায়ন, শ্রম আইন ও শ্রম প্রশাসন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ পরিচালনা এবং শ্রম সংশ্লিষ্ট তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ, সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহের দায়িত্ব পালন করে থাকে। শ্রম পরিদপ্তরসহ তার অধীন ৪৯টি দপ্তরে ১৭৬ জন কর্মকর্তা এবং ৫৩৬ জন কর্মচারীসহ সর্বমোট ৭১২ জনবল কর্মরত রয়েছে। একজন শ্রম পরিচালক এ পরিদপ্তরের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা।

শ্রম পরিদপ্তরের প্রধান সেবাসমূহ

- ট্রেড ইউনিয়ন, ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন এবং কনফেডারেশনের রেজিষ্ট্রেশন প্রদান;
- অংশগ্রহণ কমিটির তত্ত্বাবধান করা;
- যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধি নির্ধারণ;
- ট্রেড ইউনিয়নের কার্যকরী কমিটির নির্বাচন তত্ত্বাবধান করা;
- শিল্প বিরোধ নিস্পত্তিকরণ;
- শ্রমিক ও তাদের পরিবার বর্গের জন্য শ্রম কল্যাণমূলক কর্মসূচী/কার্যক্রম পরিচালনা (স্বাস্থ্য, পরিবার-পরিকল্পনা ও বিনোদনমূলক) ও সেবা প্রদান করা;
- শ্রম সংশ্লিষ্ট তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও সরবরাহ করা;
- শ্রম আইন ও শ্রম প্রশাসন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা;
- নৌ-যান শ্রমিক-কর্মচারীদের মজুরী নির্ধারণ করা;
- আই.এল.ও কনভেনশন ও রিকমেন্ডেশন সম্পর্কিত আই.এল.ও কর্তৃক চাহিত তথ্য প্রদান করা;
- শ্রম আইন বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট শ্রম পরিদর্শন, মজুরী প্রশাসন, উৎপাদনশীলতা, পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ইত্যাদি বিষয়ে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠিত সেমিনার, মিটিং, ফোরাম প্রভৃতিতে সরকারের প্রতিনিধিত্ব করা;
- শ্রম সম্পর্কিত আইন, বিধিমালা, নীতিমালা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও সংশোধনে সরকার ও বিভিন্ন সরকারি সংস্থাকে সহযোগিতা করা;

বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এবং শ্রম সংশ্লিষ্ট অন্যান্য শ্রম আইন তার অধীনে প্রণীত বিধিমালার আলোকে শ্রম পরিদপ্তরের কার্যক্রম সম্পাদিত হয়ে থাকে। শ্রম পরিদপ্তরে প্রধান কার্যালয়, ৪ টি বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, ১১টি আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর, ৪ টি শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন, ২৯টি শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রে নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের সাথে সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ে সরাসরি যোগাযোগ করে যে কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ শ্রম পরিদপ্তর প্রদত্ত নিম্নোক্ত সেবাসমূহ গ্রহণ করতে পারেন ঃ

ক্রমিক	প্রদত্ত সেবা	সেবা গ্রহণে ইচ্ছুক ব্যক্তি/সংগঠন/প্রতিষ্ঠানের করণীয়	সেবা প্রদানে নিয়োজিত কার্যালয়
১।	ট্রেড ইউনিয়ন ও ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের রেজিষ্ট্রেশন ঃ (ক) ট্রেড ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন	* কোন ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন তার সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের স্বাক্ষরে রেজিষ্ট্রিকরণের জন্য আইনের সংশ্লিষ্ট বিধান সমূহপ্রতি পালন সাপেক্ষে রেজিষ্টার অব ট্রেড ইউনিয়ন্সের নিকট দরখাস্ত করবেন (শ্রম পরিচালক/যুগ্ম শ্রম পরিচালক) * যদি শ্রম পরিচালক উক্তদরখাস্তে অত্যাবশ্যক কোন তথ্যের অসম্পূর্ণতা দেখতে পান তাহলে তিনি দরখাস্ত প্রাপ্তির ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে উক্ত বিষয়ে আপত্তি সংশ্লিষ্ট ট্রেড ইউনিয়নকে লিখিত ভাবে জানাবেন এবং ট্রেড ইউনিয়ন তা প্রাপ্তির ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে আপত্তি জবাব দিবে। * শ্রম পরিচালক কর্তৃক উথাপিত আপত্তি সন্তোষজনক ভাবে মিটানো হলে নির্ধারিত রেজিষ্টারে তা রেজিষ্ট্রি করা হবে এবং রেজিষ্ট্রিকরণের জন্য দরখাস্ত প্রাপ্তির ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে নির্ধারিত ফরমে একটি রেজিষ্ট্রিকরণ প্রত্যয়নপত্র প্রদান করা হবে। * যদি আপত্তি বা আপত্তিসমূহ সন্তোষজনক/আইনানুগভাবে মিটানো না হয়, তাহলে রেজিষ্ট্রিকরণের দরখাস্ত প্রত্যাখ্যান করা হবে। * যে ক্ষেত্রে শ্রম পরিচালক/যুগ্ম শ্রম পরিচালক কোন দরখাস্ত প্রত্যাখ্যান করেন অথবা আপত্তি মিটানোর পরেও আইনে উল্লিখিত ৬০ (ষাট) দিন সময়সীমার মধ্যে রেজিষ্ট্রি প্রদান না করেন সে ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ট্রেড ইউনিয়ন উক্তরুপ প্রত্যাখ্যানের তারিখ অথবা উল্লিখিত সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার তারিখের পর ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে শ্রম আদালতে আপীল করতে পারে।	শ্রম পরিচালক ও যুগ্ম শ্রম পরিচালকের কার্যালয় সমূহ (শেষ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

২৭/১৪/২০১৫

	(খ) ফেডারেশন (গ) জাতীয় ফেডারেশন (ঘ) কন-ফেডারেশন (ঙ) ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের রেজিষ্ট্রেশন	* শ্রম আদালতে আপীলটি শুনানীর পর তা উপযুক্ত বিবেচনা করলে রায়ের কারণ লিপিবদ্ধ করে শ্রমপরিচালক/সংশ্লিষ্ট যুগ্ম শ্রম পরিচালককে ট্রেড ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন প্রদানের নির্দেশ দিতে পারবে অথবা আইনানুগ অসম্পূর্ণতার কারণে আপীলটি খারিজ করতে পারবে। * শ্রম আদালত কর্তৃক প্রদত্ত রায়ের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ পক্ষ শ্রম আদালতের আদেশ প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে শ্রম আপীল আদালতে আপীল দায়ের করতে পারবে এবং এ বিষয়ে আপীল আদালতের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে। * একাধিক বিভাগের একই প্রকৃতির পাঁচ বা তার অধিক ট্রেড ইউনিয়ন নিয়ে একটি ফেডারেশনের রেজিষ্ট্রেশনের জন্য আবেদন করতে হয়। * বিভিন্ন প্রকৃতির বিশ বা তার অধিক ট্রেড ইউনিয়ন নিয়ে একটি জাতীয় ফেডারেশনের রেজিষ্ট্রেশনের জন্য আবেদন করা হয়। * জাতীয় ভিত্তিক দশটি ফেডারেশন নিয়ে কন-ফেডারেশনের রেজিষ্ট্রেশনের জন্য আবেদন করতে হয়। * ট্রেড ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন প্রদানের ক্ষেত্রে আইনের বিধানসমূহ যেরূপ প্রযোজ্য হয় ফেডারেশনের ক্ষেত্রেও একইভাবে প্রযোজ্য হবে এবং ৬০ দিনের মধ্যে রেজিষ্ট্রেশনের আবেদনটি নিষ্পত্তি করতে হয়। * (১) একক ট্রেড ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন ফি ৫০০/- টাকা (২) শিল্প ভিত্তিক ফেডারেশনের রেজিষ্ট্রেশন ফি ১০০০/- টাকা মাত্র (৩) জাতীয় ভিত্তিক ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের রেজিষ্ট্রেশন ফি ৩০০০/- টাকা (৪) জাতীয় ভিত্তিক ট্রেড ইউনিয়ন কনফেডারেশনের রেজিষ্ট্রেশন ফি ৫০০০/- টাকা।	
২।	অংশগ্রহণ কমিটি গঠন	❖ যে সকল প্রতিষ্ঠানে অনূন্য ৫০ জন স্থায়ী শ্রমিক/কর্মচারী নিয়োজিত আছেন সে সকল প্রতিষ্ঠানে অংশগ্রহণ কমিটি গঠন করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ❖ প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের এবং শ্রমিক কর্মচারী/সিবিএ ইউনিয়নের মধ্যে হতে প্রতিনিধির সমন্বয়ে (উক্ত কমিটিতে শ্রমিকগণের প্রতিনিধি সংখ্যা মালিকের সংখ্যার কম হবে না) গঠিত হবে। ❖ যে প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন বা সিবিএ নেই সে ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ শ্রম পরিচালককে অবহিত করে নির্বাচনের মাধ্যমে অংশগ্রহণ কমিটির শ্রমিক প্রতিনিধি নির্ধারণ করিতে হবে। ❖ অংশগ্রহণ কমিটি কর্তৃক ০২ মাস অন্তর অন্তর সভা অনুষ্ঠান করা এবং সভার সিদ্ধান্ত ০৭ দিনের মধ্যে শ্রম পরিচালককে অবহিত করতে হবে।	শ্রম পরিদপ্তর
৩।	সিবিএ নির্ধারণ	❖ কোন প্রতিষ্ঠানে একাধিক ট্রেড ইউনিয়ন থাকলে তাদের মধ্যে থেকে একটি ইউনিয়নকে গোপন ব্যালটে নির্বাচন অনুষ্ঠান কওে সর্বোচ্চ ১২০ দিনের মধ্যে যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধি (সিবিএ) ঘোষণা করা হয়।	শ্রম পরিচালক/যুগ্ম শ্রম পরিচালক আইনের বিধান মোতাবেক স্ব স্ব আওতাভুক্ত এলাকার প্রতিষ্ঠানসমূহের সিবিএ নির্ধারণী কর্তৃপক্ষ
৪।	শিল্প বিরোধ নিষ্পত্তি	❖ কোন মালিক অথবা যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধি কর্তৃক (একে অপরের বরাবরে) শিল্প বিরোধ উত্থাপন করতে পারে। ❖ শিল্প বিরোধ নিষ্পত্তি ইচ্ছুক দু'পক্ষের (মালিক ও শ্রমিক) মধ্যকার দ্বি-পাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তি করা সম্ভব না হলে উত্থাপিত শিল্প বিরোধটি নিষ্পত্তির জন্য ১৫ দিনের মধ্যে সালিস (কনসিলিয়েটর) এর নিকট আবেদন প্রেরণ করতে হবে। ❖ সালিস (কনসিলিয়েটর) কর্তৃক বিরোধটি প্রাপ্তির ১০ দিনের মধ্যে বিরোধের পক্ষগণকে নিয়ে সালিস বৈঠক করবেন ১৫ দিনের মধ্যে এবং আলোচনার মাধ্যমে উভয় পক্ষের সম্মতিতে বিরোধটির নিষ্পত্তি হবে। ❖ সালিস নিষ্পত্তি করতে ব্যর্থ হলে এবং উভয় পক্ষ সম্মত হলে কোন মধ্যস্থতাকারীর নিকট বিরোধটি নিষ্পত্তির জন্য প্রেরণ করা যেতে পারে। উভয় পক্ষ সম্মত না হলে সালিস ব্যর্থতার ৩ দিনের মধ্যে ব্যর্থতার প্রত্যয়নপত্র প্রদান করবেন। ❖ মধ্যস্থতাকারীর প্রদত্ত রোয়েদাদ চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে এবং রোয়েদাদ প্রদানের কপি উভয় পক্ষ ও সরকারকে প্রদান করতে হবে। ❖ সংক্ষুব্ধ কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান নিয়মতান্ত্রিকভাবে শ্রম আদালতে যেতে পারে।	শ্রম পরিদপ্তর ও সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় শ্রম দপ্তর

৫।	শ্রম কল্যাণমূলক কর্মসূচী পরিচালনা	❖ দেশের বিভিন্ন শিল্পাঞ্চলে অবস্থিত ২৯টি শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রের মাধ্যমে শ্রমিকদের কল্যাণে সরকারের গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচী পরিচালিত হয়ে আসছে। ❖ শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রসমূহে শ্রমিকদের স্বাস্থ্য এবং পরিবার-পরিকল্পনা সেবা, চিত্তবিনোদন সেবা ও প্রশিক্ষণ প্রদান ইত্যাদি শ্রম কল্যাণমূলক বিভিন্ন কার্যক্রম রয়েছে। ❖ শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রসমূহ থেকে শ্রমিক ও শ্রমিক পরিবারের সদস্যগণ রেজিষ্টার্ড চিকিৎসকের মাধ্যমে বিনামূল্যে সকল কর্মদিবসে অফিস চলাকালীন সময়ে চিকিৎসা পেয়ে থাকেন। ❖ শ্রমিক পরিবারকে জনসংখ্যা ও পরিবার কল্যাণ কর্মকর্তা কর্তৃক পরিবার পরকল্পনা সম্পর্কে পরামর্শ প্রদান ও পরিবার পরিকল্পনা সামগ্রী প্রাপ্তির বিষয়ে সহায়তা করা হয়। ❖ কেন্দ্রের শ্রম কল্যাণ সংগঠকগণ শ্রমিকদের সংগঠিত করেন এবং শ্রমিক কলোনীগুলো পরিদর্শন করে তাদের জীবন যাত্রার মান উন্নয়নে করণীয় সম্পর্কে পরামর্শ প্রদান করে থাকেন। ❖ শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রসমূহে বিভিন্ন প্রকার চিত্ত বিনোদন সামগ্রী (সংবাদপত্র, টিভি, বই-পুস্তক, খেলাধুলার সরঞ্জাম) থাকে। শ্রমিক ও শ্রমিক পরিবারের সদস্যগণ এগুলোর সুবিধা গ্রহণ করতে পারেন। ❖ শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রে কোন কোন সময় শ্রমিক জন্য "শ্রমিক প্রশিক্ষণ কোর্স" শীর্ষক ১ (এক) সপ্তাহ মেয়াদী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকে। এ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শ্রমিকরা দেশের শ্রম আইন, শ্রমিকের অধিকার ও দায়িত্ব, উৎপাদনশীলতা, কর্মপরিবেশ, পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ইত্রাদি বিষয়ে জ্ঞান লাভ করতে পারে।	সংশ্লিষ্ট শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রসমূহ
৬।	প্রশিক্ষণ প্রদান	❖ দেশের ৪টি পুরাতন বিভাগীয় শহরে (ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহী) ৪টি শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন রয়েছে। এসব শিক্ষায়তনে বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালতি হয়। তন্মধ্যে নিম্নোক্ত দু'টি কোর্স অন্যতমঃ- (ক) **চার সপ্তাহব্যাপী শিল্প সম্পর্ক কোর্সঃ** ❖ শিল্পোদ্যোক্তা প্রতিনিধি, ব্যবস্থাপনা প্রতিনিধি এবং শ্রমিক প্রতিনিধিগণ এ কোর্সে অংশগ্রহণ করে থাকেন। শ্রম আইন, শিল্প সম্পর্ক, শ্রম প্রশাসন, আন্তর্জাতিক শ্রম সংসথার কার্যাবলী, বিভিন্ন শ্রম কনভেনশন এবং চলমান দেশীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রম সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিয়য়াদি উক্ত প্রশিক্ষণ কোর্সের পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত থাকে। (খ) **শ্রমিক শিক্ষা কোর্সঃ** ❖ শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন সমূহে এবং বিভিন্ন কল-কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকদের জন্য এক সপ্তাহ মেয়াদী ও প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করা হয়। ❖ প্রতিটি প্রশিক্ষণ কোর্স অংশগ্রহণকারীগণ জন প্রতি দৈনিক টাকা ১৫০/- (একশত পঞ্চাশ টাকা) হারে প্রশিক্ষণ ভাতা পেয়ে থাকেন।	শিল্প সম্পর্ক (IRI)শিক্ষায়তনসমূহ
৭।	কারখানা ও শিল্প প্রতিষ্ঠান হতে শ্রম সংক্রান্ত তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ।	❖ প্রতি বছর দেশের কল-কারখানা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে শ্রম আইনের আওতায় নির্ধারিত ফরমে শ্রম সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য-উপত্ত সংগ্রহ করা হয়। ❖ প্রতিবছর সংগৃহীত তথ্য উপাত্ত সম্বলিত একটি লেবার জার্ণাল শ্রম পরিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশ করা হয়। ❖ নির্ধারিত মূল্যে যে কেউ শ্রম পরিদপ্তর থেকে লেবার জার্ণাল সংগ্রহ করতে পারেন।	শ্রম পরিদপ্তর ও সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় শ্রম দপ্তর
৮।	অন-লাইন সেবা প্রদান	❖ শ্রম পরিদপ্তর ইতোমধ্যে অন-লাইনে ট্রেড ইউনিয়ন/ ফেডারেশন/ কন-ফেডারেশনের রেজিষ্ট্রেশন সেবা চালু করা হয়েছে। এছাড়াও অসদশ্রম আচরণের বিষয়ে অন-লাইনে অভিযোগ দাখিল করার সুযোগ রয়েছে। এ সেবাটি গ্রহণ করার জন্য শ্রম পরিদপ্তরের ওয়েবসাইট www.dol.gov.bd তে প্রবেশ করতে হবে। ❖ ০১টি সুরক্ষিত ডাটাবেজের মাধ্যমে শ্রম সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি সংরক্ষণ করা হচ্ছে।	শ্রম পরিদপ্তর ও সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় শ্রম দপ্তর
৯।	এন্টি ট্রেড ইউনিয়ন ডিসক্রিমিনেশন	❖ ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রমে বিঘ্ন সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গ্রহণ করা হয় এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়টি প্রাপ্তির ৬০ দিনের মধ্যে চূড়ান্ত নিষ্পত্তির প্রচেষ্টা চালানো হয়।	শ্রম পরিদপ্তর ও সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় শ্রম দপ্তর

২৭/১৪/২০১৫

১০।	ওয়েব-সাইট।	❖ শ্রম পরিদপ্তরের ওয়েব-সাইট www.dol.gov.bd তে শ্রম সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি-বিধানসহ অন্যান্য তথ্যাদি আপ-লোড করা আছে। প্রয়োজনে যে কেউ বর্ণিত আইন ও বিধি-বিধানসমূহ ডাউন-লোড করতে পারবে।	শ্রম পরিদপ্তর
১১।	হট লাইন।	❖ পোশাক শিল্পের শ্রমিক-কর্মচারীদের শ্রম সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অভিযোগ তাৎক্ষণিকভাবে নিষ্পত্তি করার জন্য একটি হেল্প লাইন চালু করা হয়েছে। যার নম্বর ০৮০০-৪৪৫৫০০০।	শ্রম পরিদপ্তর